# একটি আত্মহত্যা ও বিষন্ন কথা

## কাবেরী রায়চৌধুরী

গলায় ফাঁস দৃঢ় হয়ে চেপে বসার পরেও যেন হচ্ছিল না ব্যাপারটা। শূন্যে ঝুলে থাকার প্রক্রিয়া যে ভীষণ ভয়ঙ্কর, সমস্ত শরীরে অনুভব করছিলেন দেবাংশু একটু আগেও। দম বন্ধ হয়ে আসছে। বুকের মধ্যে যন্ত্রণা, প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফুসফুস ফেটে যাওয়ার আগের মুহূর্ত তখন। শেষ মুহূর্তে নেমে আসার আগে একটু অক্সিজেন, একটু বাতাস বলে চিৎকার করে উঠেছিল শরীর ভেতরে ভেতরে, মনে মনে। অথচ বেঁচে থাকার ইচ্ছাটুকু তো হঠাৎই শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে কী প্রচণ্ডভাবে ইচ্ছাটা মরিয়া হয়ে উঠেছিল যে ! নীল আদিগন্ত বিস্তৃত আকাশটাকে আর একবার দেখে নিতে ইচ্ছা করছিল, ইচ্ছা করছিল আরও একবার দু-চোখ ভরে দেখে নিতে সবুজ সবুজ পৃথিবীর মাটি। আর কিচ্ছু না। আর কোনও কিছুর প্রতি তাঁর মন তখন ধাবমান নয়।

হ্যাঁ, একটু আগেও ; মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে, তাঁর দুটো চোখ বিস্ফারিত হয়ে অস্থিকোটর থেকে বেরিয়ে এল। বমি হতে হতেও হয়নি ; কিন্তু বেরিয়ে ঝুলে পড়েছিল জিভ। আর প্রচন্ড কষ্ট পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল হৃদপিন্ড। দেবাংশুর শরীর

চিলেকোটার ঘরের সিলিং থেকে শূন্যে ঝুলন্ত এখন। আর তিনি মুক্ত হয়ে ভেসে পড়লেন বাতাসে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শরীরে ভাসছেন তিনি। বেশ আরাম বোধ করছেন তিনি এখন। কত কীই যে এখন তাঁর দৃষ্টির গোচরে। যা জীবন্ত অবস্থায় দেখতে পাননি, কল্পনাও করেননি যে জগৎ সম্পর্কে কোনও দুর্বল মুহূর্তেও সেসবের মধ্যেই এখন তিনি বিরাজ করছেন। বিস্মিত তিনি। পরমাশ্চর্য। মনে মনে ভাবলেন, প্রাণীজগতের বাইরেও আরও একটি জগৎ এত সূক্ষ্ম অনুভবে যে বিরাজমান, পৃথিবীর মানুষ জানেই না। পৃথিবীর সমস্ত শক্তি এই জগতের মধ্যে সঞ্চিত। নিয়মে শৃঙ্খলায় পৃথিবীর সমস্ত শক্তিকে চালিত করছে এই জগৎ। মনে মনে চমৎকৃত হলেন দেবাংশু।

এইবারে তাঁর দৃষ্টি ফিরে গেল নিজের বাড়ির দিকে। মন কেমন করে উঠল মুহূর্তের জন্য। তবে সে মুহূর্তের জন্যই মাত্র। প্রকাণ্ড চারতলা বাড়িটা এখনও নিঃঝুম। নিজের ফেলে আসা খোলসটাকে দেখতে পেলেন। ঘাড় বেঁকে গেছে। ঝুলছে। নিজের শরীরটার জন্য একটু মমতা হল তাঁর। সুদর্শন তিনি বরাবর। শুধু সুদর্শন নয়, যাকে বলা হয়, 'ম্যাচো ম্যানলি' ঠিক সেই প্রকৃতির। মাজা গায়ের রং, ছ-ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, দীর্ঘ উন্নত নাসা, মহিলাদের পাগল করে দেওয়ার মতো চোখ আর যত্ন করে রেখেছিলেন ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। কত যত্নই না করতেন একসম এই শরীরটাকে। আর এই শরীরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন তিনি স্ব-ইচ্ছায়। ইচ্ছামৃত্যু বরণ করে মুক্ত হয়ে গেলেন ? হাসলেন দেবাংশু। মানবমন ; তাঁর জটিল রসায়ন মানুষ কেন স্বয়ং ঈশ্বরও কি জানেন ? এই যে তাঁর, আজ সকাল থেকে ভীষণ মরে যেতে ইচ্ছে হল, এই ইচ্ছে তো গতকাল রাতেও টের পায়নি তাঁর মন ? গতকাল যেখন পার্ক ষ্ট্রিটে বারে বসে উল্টোদিকের টেবিল আলো করা সুন্দরী তরুণী মেয়েটিকে রীতিমতো দৃষ্টি দিয়ে ভক্ষণ করছিলেন, তখন তো শরীর পরিপূর্ণ উষ্ণ। কীভাবে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করা যায়, ছক কষছিলেন। যৌবনের সমুদ্র ভাসছিলেন তখন তিনি। তখন একবারও মৃত্যুর কথা মস্তিষ্ক টের পেয়েছিল কি ? মেয়েটির সঙ্গে অচিরেই আলাপও হয়ে গেল। এ খেলায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সব মেয়ে একই প্রজাতির নয়, তিনি বিলক্ষণ জানেন। তাদের চরিত্র বুঝে তিনি খেলাতে নামেন। এ খেলায় গতকাল পর্যন্ত তাঁর সাফল্য ছিল ৯৯.৭ শতাংশ। তবুও তিনি আত্মহত্যা করলেন। এই মুহূর্তে তাঁর মনে হল, কোনও দিন মৃত্যুর কথা ভাবেননি তিনি। জীবন আর উল্লাসে বাঁচা এই-ই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর এই জীবনবোধে আকৃষ্ট হত রমণীকুল। নিরন্তর তাৎক্ষণিক প্রেমে পড়েছেন। কিন্তু আবেগকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে যেতে দেননি।

তাই তো অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতই ছিলেন। হাসলেন দেবাংশু, যদিও কুমার শব্দটি প্রকৃত অর্থে তাঁর নামের সঙ্গে যোগ করা যেত না। নারী শরীরে ভ্রমণ মাঝেমধ্যেই করেছেন তিনি। মনে করলেন এখন কত নারীই যে তাঁর জীবনে যাওয়া-আসা করেছে, তাদের সবার নামও মনে নেই ? কোনওদিন হৃদয়ভঙ্গও হয়নি তাঁর। অথচ আজ সকালে কীই যে হল ! ভাবতে গিয়ে আজ সকালের বিষন্ন বোধটা আবার মুচড়ে উঠল তাঁর হৃদয়ে। কেন যে মনে পড়ল তাকে ? এত এতটা কাল পরে কোন্ অতলান্ত থেকে ভুস করে ভেসে উঠল তার মুখ ! আর তারপর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত মস্তিষ্ক স্নায়ু আক্রান্ত হল প্রচন্ড বিষাদে। সমস্তই স্পষ্ট অনুভব করছেন এখন দেবাংশু। সেই যে ঘনঘোর বিষাদ ; সেই বিষাদ থেকে আর মুক্তি পেল না তাঁর কোনও ইচ্ছা শক্তি।

সূক্ষ্ম শরীরে ভাসছেন দেবাংশু। দেখতে পেলেন স্ত্রী মীরা মেয়ে দেয়াকে ইস্কুল থেকে নিয়ে বাড়ির দিকে আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে সজাগ হয়ে গেলেন। জানেন পরবর্তী ঘটনাগুলো কী এবং কীভাবে ঘটতে চলেছে।

ঠিক তাই হল। দেবাংশুর চিন্তাভাবনাকে অনুসরণ করে মীরা বাইরে থেকে ঘরের দরজা খুললেন। আজ বেশ গরম পড়েছে। তার ওপর সকালেই তিনি বাপের বাড়ি গিয়েছিলেন। ভাইয়ের পাকা দেখার ছোট্ট অনুষ্ঠান ছিল। সেখান থেকে মেয়েকে ইস্কুল থেকে নিয়ে বাড়ি ফেরা। পরিশ্রম কম নয়। মীরা ফ্রিজ থেকে জল বার করে খেলেন। দেবাংশু আজ অফিসে যাননি, জানেন। বিয়েতে কী উপহার দেওয়া যায় ভাবতে ভাবতে দোতলায় শোয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ালেন মীরা। নেই ; দেবাংশু শোয়ার ঘরে নেই। কোথায় গেল রে বাবা মানুষটা, আপন মনে কথাটা বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে বাথরুমে উঁকি দিলেন। নেই ; সেখানেও নেই।

মনে মনে আশ্চর্য মীরা ; এক মুহূর্ত ভাবলেন, একটু চিন্তিতও দেখাল তাঁকে, তারপর জোরে হাঁক দিলেন, কী হল ? তুমি কোথায় ? কোথায় গেলে ? অ্যাঁ ?

কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে এবার একটু বেশি চিন্তিত দেখাল তাঁকে, স্বগতোক্তির মতো বললেন, ‘আশ্চর্য লোক তো !’ বলতে বলতেই ছাদের দিকে এগোলেন।

দেবাংশু উৎকণ্ঠিত। দেখছেন, বুঝতে পারছেন আর এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে মীরা কী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে চলেছেন।

চিলেকোঠার ঘরের সামনে গিএয় প্রথমে বোধবুদ্ধি হারিয়ে ফেললেন মীরা। সমস্ত চেতনা এক পলকে ঘনকৃষ্ণ শূন্যতায়। মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মুহূর্তে, সমস্ত শক্তি একত্র করে আর্তনাদ করে উঠলেন -- দে-এ-এ-এ-আ-আ-আ-আ !

মায়ের আর্ত চিৎকারে ছুটে এসেছে দেয়া। পা কাঁপছে দেয়ার। চৈতন্য হারাবার আগের মুহূর্তে সামলে নিয়েছে। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে দেখছে দেবাংশুকে ; শূন্য থেকে ঝুলন্ত !

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি নিয়ে দেখছেন দেবাংশু এখন সমস্ত ঘটনাবলী।

দ্বিতীয় দৃশ্য শুরু হয়েছে। বিপর্যস্ত মীরাকে সামাল দিচ্ছেন প্রতিবেশীরা। অনেক অশ্রুপাতের পর ক্লান্ত বিধ্বস্ত মীরা বাজপড়া গাছের মতো ভেঙে পড়েছেন। দেয়া, তাঁর আদরের কন্যা কেঁদেই চলেছে এক টানা। আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত হয়েছে প্রায় সকলেই। পুরো পাড়াটাই উপস্থিত এখন এ বাড়িতে। শুরু হয়েছে চাপা গুঞ্জন। আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। রসবোধ উপলব্ধি করলেন দেবাংশু। কত যে ভিন্ন ধরনের মস্তিষ্কপ্রসূত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে আত্মহত্যার কারণ সম্বন্ধে এখন !

সন্ধে অতিক্রান্ত এখন, রাত বাড়ছে। পুলিশ এসে ইতিমধ্যেই নিয়ে গেছে তাঁর দেহ। মর্গের শীতল কক্ষে তাঁর দেহটি শয়ান এখন। দেখছেন দেবাংশু। নিজের দেহটির জন্য ব্যাথা পেলেন। এত সুন্দর ছিলেন তিনি ! কোনও মেয়ে গতকাল পর্যন্ত তাঁর জন্য পাগল হয়নি, এমন ঘটনা ঘটেনি বড় একটা। অথচ এই দেহটিকে তিনি কীভাবে যে অবহেলায় ফেলে আসতে পারলেন। মনে পড়ছে, শুধু ওই একটি মুখ ; একটিই মুখ, তাঁকে এতকাল পরে সব কিছুর মায়া কাটিয়ে জাগতিক সব কিছুর উর্দ্ধে উঠতে বাধ্য করল।

রাত নিশুতি এখন। অসহায়বোধ করলেন দেবাংশু এবার। বাতাস অনেক ভারী, সেই তুলনায় তাঁর দেহটি বড্ড যেন হালকা। নিজের দেহটিকে শেষবারের মতো দেখে মর্গ

থেকে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ির দিকে। নিঃঝুম শ্মশানপুরী বাড়ি। মীরা বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে আত্মীয়জন।

মীরার ছোট বোন নীরা করুণ মুখে জিজ্ঞাসা করল, কোনও ঝগড়া হয়েছিল দিদি ?

-- না না, মাথা নাড়ছেন মীরা। ও কখনও ঝগড়া করত না তো। ভাই প্রসূন সান্ত্বনা দিচ্ছে, বলল, বাজারে ধার দেনা ?

ফুলে ফুলে উঠছেন মীরা, বললেন, ও নিজেই লোককে ধার দিয়ে বেড়াত। জানিস তো তোরা সবই। পয়সাকে পয়সা জ্ঞান করত না। অন্য কোনও সম্পর্ক ... বলতে গিয়েও সম্পূর্ণ করল না প্রসূন কথাটা।

বিষাদ দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন মীরা। বাক্যরহিত। মীরার বুকের ভেতর ঝড় উঠেছে অনুভব করলেন দেবাংশু। মীরার অজানা নয় তাঁর চরিত্রের এই দিকটি। বহু রমণীতে আসক্ত তিনি, মীরা জানেন। মীরা কষ্ট পেয়েছেন। সেই কষ্ট-যন্ত্রণা উপেক্ষা করেছেন তিনি জীবিতকালে। কারণ মীরাকে বিয়ে করেছিলেন তিনি বিয়ে করার জন্যই যেন। কোনও আবেগপ্রসূত বিবাহ ছিল না সেটা। দিদির পছন্দ করা পাত্রী ; হঠাৎই ঘটে গিয়েছিল ঘটনাটা। পূর্ব-পশ্চাৎ কোনও পরিকল্পনাই ছিল না তাঁর এই ঘটনা বা দুর্ঘটনা সম্বন্ধে।

নাহ্, মীরার জন্য এখনও তাঁর কোনও দুর্বলতা নেই, অনুভব করলেন দেবাংশু। একটি নারী মাত্র মীরা। তার অধিক কোনও ভাবাবেগ আজ এই রাতেও অনুভব করলেন না।

ঘুমোচ্ছে দেয়া। অনেক অশ্রুপাতের পর শ্রান্ত দেহটি সমর্পন করেছে বিছানায়। মায়াবোধ করলেন তিনি। তাঁরই ঔরসজাত কন্যা যে ! মনে করতে পারছেন দেবাংশু, যৌবনে কী ব্যাভিচারই না করেছিলেন। নিজের ঔরসের প্রতিও মায়া ছিল না তার। অদ্ভুতভাবে মনে করতেন মল, মূত্র ত্যাগের মতোই শরীরের বিষ বর্জন করার অন্য নাম বীর্যত্যাগ। দেয়ার ঘুমন্ত ফুলে মতো মুখটি দেখে আজ তাঁর গর্ব হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ তাঁরই ঔরসে গড়ে ওঠা সৃষ্টি এই অপূর্ব কন্যা। আজ এই মধ্য রাত্রে গভীরভাবে পিতৃত্ব বোধ করলেন দেবাংশু।

আক্রমণ করল সেই মুখ আবার তাঁকে এখন। সূক্ষ্ম শরীরেও বিষাদ আর প্রেম একই সঙ্গে প্রতীতী হল। মনে পড়েছে, মনে পড়ছে দেবাংশুর, যৌবনের একটি ছোট্ট অধ্যায়। ফিরে যাচ্ছেন মুক্ত হৃদয়ে অতীতের এক ক্ষুদ্র পর্বে। স্রোত আর ঢেউ, ঢেউ আর ছোট ছোট তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছেন তিনি। মনে পড়ছে নদীর কাছে ভেসে গিয়েছিলেন তিনি। তার নাম নদী। ছোট্ট ছোটখাটো কিন্তু অসম্ভব আকর্ষণীয় এক মেয়ের নাম নদী। কবিতা পাথের এক বর্ণময় আসরে নদী যখন কবিতার প্রথম পংক্তি উচ্চারণ করল হাজার হাজার নক্ষত্র একই সঙ্গে জ্বলে উঠল যেন। আর তিনি চোখ ফেরাতেই পারলেন না। অন্ধ হয়ে গেল তাঁর দুটো চোখ। বুঝে ফেললেন, এই মেয়ে তাঁর নিয়তি। বুঝলেন, এই মেয়ে অন্যতমা। অপেক্ষায় রইলেন তিনি। এই মেয়ের সঙ্গে আলাপচারিতা সহজ নয় এই উপলব্ধিও করলেন তিনি। মাস গেল, দিন গেল। নদীর সঙ্গে আবার দেখা হল তাঁর। মনে মনে জানতেন, দেখা হবেই এ মেয়ের সঙ্গে আবার। হলও। পিকনিকে যখন সকলে হুল্লোড়ে মাতোয়ারা, নদী তখন গঙ্গার পাড়ে একলা দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখলেন তিনি অসম্ভব উদাস স্বপ্নময় চোখে দূর-দূরবর্তী দিগন্তের দিকে তাকিয়ে আছে নদী। হৃদয় খেলায় সুদক্ষ খেলোয়ার তিনি, সম্যক বুঝলেন, এই-ই হল সুবর্ণ মুহূর্ত। নিঃশব্দে পাশে এসে দাঁড়ালেন। পলকে ছুঁয়ে ফেললেন তার হাত। আচমকা করস্পর্শে কেঁপে উঠেছিল সে। হতচকিত হরিনীর মতো তাকিয়েই মুহূর্তেই স্থির হয়ে গেছিল তার দুটো চোখ। কী তীব্র চাহনি ! আজও মনে করতে পারছেন দেবাংশু। তারপর শুরু হল খেলা। নদী যে সাধারণ কন্যা নয় বুঝতে সময় লাগল না তাঁর। তার গতিপ্রকৃতি বুঝে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলেন তিনি। হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন একসময়ে, প্রকৃত অর্থে ভালোবেসে ফেলেছে নদী তাঁকে। আর তিনি ? একই সঙ্গে অন্য মহিলাতেও অরুচি নেই তখনও তাঁর। প্রণয়খেলা চলছে তখনও বিভিন্ন রমণীর সঙ্গে।

রাত এখন ভোরের দিকে। ভারী মায়বোধ করছেন দেবাংশু এখন। ভোরের নীলচে আলো জ্বেলে দিয়েছে পৃথিবী। আর ক-ঘন্টা পরেই ভোর হবে। সূর্য উঠবে। হেসে খেলে উঠবে সবুজ পৃথিবী। শুধু তিনি আর স্বাভাবিক বায়ু গ্রহণ করবেন না। এই সন্ধিক্ষণে তাঁর মনে পড়ছে, নদী তার অতিরিক্ত অনুভূতি দিয়ে সেদিন জানতে পারল, একই সঙ্গে তিনি বিভিন্ন নারীতে আসক্ত, সেদিনই একটিও কথা না বলে তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। ফিরে আসেনি আর। আর তিনি তীব্র যন্ত্রণা পেলেও, পৌরুষের অহমে ফেরাতে যাননি নদীকে।

তারপর দীর্ঘ সময়, বছর, কাল গেছে। দু-যুগ অতিক্রান্ত। বিস্মৃত হয়েছিলেন নদীকে। কিন্তু কীই যে হল, গতকাল ভোরবেলায়! কেন বিষাদ আক্রান্ত হলেন তিনি অমন অতর্কিতে? কেন ঘুম ভেঙেই সমস্ত চেতনা জুড়ে প্রবলভাবে অনুভব করলেন নদীকে? কেন? কেন নিয়ন্ত্রিত সমস্ত মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্র ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে চাইল কাল ভোরবেলায়? কেন মনে হল, এই মুহূর্তে নদীকে ছাড়া আর বাঁচা অসম্ভব? কেন অদ্ভুত এক পাপবোধ তাঁকে অমন নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করল? বিষাদ আর বিষাদ! বিষাদে ছেয়ে গেল মন তাঁর। পৃথিবী সম্পর্কে, পরিপার্শ্ব সম্পর্কে তীব্র অনীহা তাঁকে গ্রাস করল। সে অনীহার তীব্রতা এতটাই যে, তাঁর মনে হল, তিনি মরে যাবেন।

ভোরের আকাশে এখন কমলা রং। অরুণ আভায় স্নাত পৃথিবী। ঘুম ভাঙছে পৃথিবীর। মন কেমন করে উঠল দেবাংশুর। অনেক অনেক দূর পর্যন্ত এখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন। কত মানুষের ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন গতকাল মৃত্যুর পর থেকে যে! জানেন, আর একটু বেলা বাড়লে তাঁর দেহটি ছিন্নভিন্ন করবে মর্গের ডাক্তার, ডোম সকলে মিলে। সে দৃশ্যও তাঁকে দেখতে হবে! জানেন, একটি আত্মহত্যার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নানা গুজব। কলঙ্কিত করে একটি স্বেচ্ছামৃত্যুকে তা শেষ পর্যন্ত। অথচ একটি আত্মহত্যার প্রকৃত কারণ বোধহয় শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তিরও সম্পূর্ণ বোধের বাইরে। এতকাল পরে অমন বিষাদ ছেয়ে গেল কেন? মস্তিষ্কের কোনও প্রকোষ্ঠ হঠাৎই ঘুমিয়ে থাকা স্মৃতিকে আলো জ্বেলে দিল? কেই বা দিল? তা তো তাঁর নিজেরও অজানা। অথচ মৃত্যুই শেষ পর্যন্ত সত্যি হল।

আরও একটু দুপুরের দিকে তাঁর দেহ স্বর্গরথে চড়ে বাড়িতে এল। দেখতে পাচ্ছেন তিনি তাঁর অত যত্নের দেহটিকে। কী নিশ্চিন্তে নিদ্রিত চিরকালের জন্য। আর একটু পরেই পঞ্চভূতে লীন হয়ে যাবেন তিনি। শুধু আজীবন যেভাবে পরিচিত মহলে চর্চিত হয়েছেন, সেভাবেই চর্চিত বা নিন্দিত হবেন লীন হয়ে যাওয়ার পরেও। শুধু তিনিই জানবেন, বিষাদ কাকে বলে। শুধু জানতে পারলেন না বিষাদ কেন আসে।

◆ সমাপ্ত ◆